R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিবাহ ও যে কোন শুভ অনুষ্ঠানে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়। জল ও বিদ্যুতের বন্দোবস্ত আছে।
অনুসন্ধান করুন—
**মঙ্গলদীপ**
প্রযত্নে—রকমারী
( ফাঁসিতলা )
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** ( দাদাঠাকুর )

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
**দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন**
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা মাঘ বুধবার, ১৪০১ সাল। ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

## সারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্রচাষীরা সংকটের মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার প্রত্যেকটি বাজারে সার অমিল হয়ে পড়েছে। যা সামান্য মিলছে তা চোরা পথে। ফলে সারের দর বৃদ্ধি হয়েছে অস্বাভাবিকভাবে। এদিকে এ বছর খরিফ মরশুমে সুবর্ষা না হওয়ায় ধান আশানুরূপ হয়নি। ক্ষুদ্র চাষীরা সেই অভাব পুষিয়ে নিতে গম, সরষে প্রভৃতি রবিশস্য লাগিয়েছেন। কিন্তু সারের অভাবে ফলন মার খাবে বলে আশংকা করছেন চাষীরা। খুচরা সার বিক্রেতারা জানান হোলসেল ডিলাররা সারের দাম নিচ্ছেন সরকারী দামের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ ক্যাশ মেমো দিচ্ছেন সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যে। যার ফলে খুচরা বিক্রেতারা পড়েছেন বিপদে। তাই তাঁরা মাল আনছেন খুবই কম। অন্যদিকে জনৈক কৃষি বিভাগের কর্মী জানান দুর্গাপুর সার কারখানা বন্ধ হলেও তাঁরা কৃষি বিভাগ থেকে এজেন্টদের বিদেশী নাগার্জ্জুন ইউরিয়া সরবরাহ করছেন। তাঁদের কথা—সারের অভাব হওয়ার কথা নয়। খুচরা বিক্রেতারা তাই দাবী জানান তাঁদের সরাসরি সরকার থেকে সার দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিক এবং জেলা শাসককে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান কৃষকেরা।

## অধ্যক্ষহীন জঙ্গিপুর কলেজে সবকিছুতেই ডামাডোল

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ 'গত ১৫ বছর ধরে জঙ্গিপুর কলেজে কোন স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই। জানা যায় ঐ কলেজেরই অধ্যাপক অতুল সরকারকে সারভিস্ কমিশন অধ্যক্ষ মনোনীত করা সত্ত্বেও তৎকালীন কলেজ পরিচালক সমিতি সে নিয়োগ মেনে না নিয়ে নতুন নাম পাঠাতে বলেন। কিন্তু শ্রীসরকার মহামান্য হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলে হাই কোর্টের আদেশ অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সারভিস্ কমিশন কোন নতুন নাম পাঠাতে পারছেন না। ফলে চলেছে অস্থায়ী নিয়োগ। পূর্বে কালিদাস চ্যাটার্জী ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হয়ে দীর্ঘ কিয়েক বছর কাজ করার পর অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে স্বপন চক্রবর্ত্তী সেই ভার পাওয়ার পর কলেজের কি প্রশাসন, কি অর্থনৈতিক অবস্থা সবই ধ্বংসের মুখে। তাঁর সম্বন্ধে বড় অভিযোগ তিনি কলেজের কাজ দেখিয়ে প্রায় সময়ই কলকাতায় কাটান। সম্প্রতি ১২ ( ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## মুর্শিদাবাদ অন্য জেলার চেয়ে অপরাধের ঘটনায় এগিয়ে—আই জি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্য জেলার চেয়ে ক্রাইম বেশি। এই থানার রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে দশটা অঞ্চল আছে, সীমান্ত এলাকায়। নতুন থানা হবার কথা চলছে। মফঃস্বলের এই থানাগুলিতে পুলিশের সংখ্যা কম। ফলে, কাজের অসুবিধা হচ্ছে। আপনাদের শান্তি-শৃঙ্খলা যাতে থাকে, পুলিশ সেটা দেখবে।' রাজ্য পুলিশের আই জি (দক্ষিণবঙ্গ) এইচ এ সফি এ কথা বলেন রঘুনাথগঞ্জ থানার নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে, ১৬ জানুয়ারী। দোতলা থানাভবনটি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাড়ে আট লক্ষ টাকা দানে এবং এস ডি পি ও দিলীপ আদকের তৎপরতায় খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়। বিকেল ৩-২৫ মিঃ প্রধান অতিথি আই জি 'গার্ড অব অনার' গ্রহণ করে নতুন ভবনের ফলক আবরণ উন্মোচন করলেন। অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডি আই জি বিশেষ অতিথি প্রতিভানাথ সাহা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'প্রতিটি নাগরিকই চান তাঁদের জীবন, ( ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## ক্ষিপ্ত হনুমানের অত্যাচারে শহরবাসী আতঙ্কিত

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারী ঃ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে শহরের সর্বত্র হনুমান আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের বাজারপাড়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এক ক্ষিপ্ত হনুপুঙ্গবের অত্যাচারে বেশ কিছু ব্যক্তি সাংঘাতিক জখম হয়ে হাসপাতালে। সর্বত্র ভীতি মানুষের মনে। শীতের রোদে গা গরম করতেও কেউ বাড়ীর ছাদে যাচ্ছেন না। আতংক এমন পর্যায়ে এসেছে যে হনুমান দেখলেই মানুষ ছুটে পালাচ্ছে। বাজারপাড়ার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## জল সরবরাহে বাধা দেখা দিয়েছে ধুলিয়ান পুরসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পৌর শহরে পাম্পের জল ঠিকমত সরবরাহ হচ্ছে না বলে খবর। পরিশুদ্ধ না করে সরাসরি সরবরাহ চলতে থাকায় পাইপগুলি জলের ধাতব লবণে অকেজো হয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও জঙ্গিপুর মহকুমা অঞ্চলে টিউবওয়েলে মাটির নিচ থেকে যে জল তোলা হয় তাতে নাকি আর্সেনিক মিশে থাকার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## যুব কংগ্রেসের অভিযোগ ঃ সি পি এম নেতারা চোরাচালানে যুক্ত

জঙ্গিপুর ঃ রাজ্য যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর উপর সম্প্রতি কলকাতার গার্ডেনরিচে সি পি এম সমাজবিরোধীদের হামলার প্রতিবাদে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যুব কংগ্রের কর্মীরা মিছিল ও পথসভা করে গত ৫ জানুয়ারী। পথসভায় যুব কংগ্রেস নেতা মহঃ তানজিলুর রহমান ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
**সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।**
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা মাঘ বুধবার, ১৪০১ সাল

## নহে দেবতার গ্রাস

গঙ্গাসাগরে মকরস্নানের পর যাত্রীবোঝাই মাছধরা ট্রলার 'মা সরোজিনী' ডুবিল। অনেক হতভাগ্য পুণ্যার্থী প্রিয়জনদের সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই সলিলসমাধি লাভ করিলেন। গত বৎসর এই একই উপলক্ষে 'মা অভয়া' লঞ্চ ডুবিয়াছিল। অনেক যাত্রী মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। এই হতভাগ্যদের নিয়তি হয়ত তাঁহাদের রওয়ানা হইবার সময় অলক্ষ্যে কবিগুরু রচিত 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় উল্লেখিত 'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।' অশ্রুত উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

দুর্ঘটনা কোন প্রকার সতর্কীকরণের ইঙ্গিত দিয়া আসে না। ইহা হঠাৎ আসে এবং যাহা হইবার তাহা হয়। সুরাটের প্লেগমারীতে বহু লোকের মৃত্যু হয়। গত ১৭ই জানুয়ারী জাপানের ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সহস্রাধিক নর-নারী-শিশুর প্রাণ গেল। অগ্নিদাহ, ঝড়তুফান, ভূমিকম্প, প্লাবন, মহামারী ইত্যাদি আধিদৈবিক বিপর্যয়ে মানুষ একান্ত অসহায়। স্বজনহারান শোকে যাঁহারা মুহ্যমান হইয়া পড়েন, নানা ভাবে তাঁহাদিগের প্রতি 'ভগবান তাঁদের কাছে টেনে নিলেন; হায়রে তাঁর বিচার!' ইত্যাদি সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানান হয়।

কিন্তু কিছু কিছু বিপর্যয় ঘটে, যাহাতে মানুষের দায়িত্বহীনতা নজরে পড়ে।

গঙ্গাসাগরে স্নান উপলক্ষে নৌকাডুবি লঞ্চডুবির জন্য মেলা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনপক্ষকে দোষারোপ করা হইতে পারে। তবু যাত্রীপরিবহনে নিযুক্ত সাধারণ মানুষও কিন্তু দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। সংখ্যাতিরিক্ত যাত্রী বহন করিয়া অধিক অর্থ উপার্জনের লোভ তাঁহাদিগকে পাইয়া বসে। শুনা গিয়াছিল যে, এই বৎসর যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সরকারী পক্ষের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা নাকি থাকিবে। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার সময় হয়ত তাহা ছিল। কিন্তু স্নানপরবর্তী পর্যায়ে তাহা বজায় ছিল কিনা জানা নাই। যদি বা তাহা ছিল, তবে 'মা সরোজিনী'-তে যে বে-আইনীভাবে ফেরত যাত্রীদের তোলা হইয়াছিল, তাহা প্রশাসনিক নজর এড়াইল কি প্রকারে? তবে কি বুঝিতে হইবে যে, নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা সাগরমেলার সর্বত্র কার্যকর হয় নাই।

তাই বলা চলে যে, সাগরমোহানায় হতভাগ্যদের সলিলসমাধি দেবতার গ্রাস নহে; ইহা মানুষেরই দুর্নিবার লোভ, ধৈর্যহীনতা এবং কর্মশৈথিল্য তথা কর্মপরিকল্পনার সুষ্ঠু অভাবের মর্মান্তিক পরিণাম।

## সি পি এমের জেলা সম্মেলনে মধু বাগই জেলা সম্পাদক থাকছেন

সৌমিত্র সিংহ রায়ঃ আগামী এপ্রিলে চণ্ডীগড়ে দেশের সবচেয়ে সংগঠিত বৃহত্তম সংসদীয় বামপন্থী দল সি পি এমের পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস। মার্চে রাজ্য সম্মেলন। তারই প্রস্তুতিতে হয়ে গেল স্থানীয় স্তরে ব্রাঞ্চ, লোকাল, জোনাল সম্মেলন। এখন চলছে জেলা সম্মেলন। আগামী ২১ থেকে ২৪ জানুয়ারী ফরাক্কায় মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন হতে চলেছে। প্রতি তিন বছর অন্তর সি পি এমের এ রকম সাংগঠনিক সম্মেলন হয়ে আসছে। প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ২১ জানুয়ারী। সাংগঠনিক সভায় আসছেন দলের তুঁদে নেতা রাজ্যের তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং পরিবহন-মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী আসার ব্যাপারে কিছুদিন আগেও দলীয় কর্মীরা বিভ্রান্তিতে ছিলেন। দেওয়াল লিখন একমাস আগে লিখে, মুছে দিয়ে আবার তা লেখা হয়েছে। সভার দিনের ব্যাপারেও দেওয়াল-লিখনে বিভ্রান্তি আছে গ্রামের দিকে। ২১ না ২৪ জানুয়ারী? এখন অবশ্য স্পষ্ট। কাজের সুবিধার জন্য লোকাল কমিটিগুলি বাড়ানো হয়েছে এবং জঙ্গিপুর মহকুমায় জোনাল কমিটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। দায়িত্বে এসেছেন পার্টির দক্ষ-সংগঠকেরা। লোকাল কমিটিগুলি মহকুমায় ভাগ করে দশটির জায়গায় বারোটি করা হয়েছে। তরুণ নেতৃত্ব দায়িত্বে এসেছেন কোথাও কোথাও। পার্টি ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস থেকে সি পি এমে ঢুকে এবার কেউ কেউ এল সি এস হয়েছেন। আবার দক্ষ, সম্ভাবনাময় তরুণ এল সি এস হয়েছেন এবার কয়েকজন। জঙ্গিপুরে পার্টির সংগঠন বৃদ্ধি যেহেতু সরকারে আসার পর হয়েছে, সুতরাং পরিমাণগত বৃদ্ধিই বেশি হয়েছে। গুণগত মানের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। সুতরাং ফল যা হবার, তারই প্রতিফলন চারিদিকে দেখা যাচ্ছে। পার্টির বক্তব্য, 'জনগণের পার্টি গড়ার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।' জনগণের পার্টির কর্মীদের তাই 'কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন', 'কি করিতে হইবে' না জানলেও চলে! শুধু, 'এক পা এগিয়ে, দু'পা পিছিয়ে' এবং এ সব নেতাদের জানলেই চলবে। তাই, দক্ষিণপন্থী দলের মতো কর্মীদের আচার-আচরণে দেখা যাচ্ছে। কলেজ নির্বাচনে, স্কুল নির্বাচনে জিতেও 'তু চিজ্ বড়ি হ্যায় মস্ত-মস্ত', 'ওলে-ওলে' করে রাস্তায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। এঁরা দলের মেদ-বৃদ্ধি 'চোলি-সংস্কৃতি'-র দাদাদের শিষ্য। সকলেই জানে, এঁরা ভোট এবং সমাবেশের বৃদ্ধি। 'ক্ষমতার মধু যতদিন—এঁরাও ঘুর ঘুর ততদিন।' দুঃসময়ে 'কেটে পড়ো দাদা।' এঁদের আচার-আচরণ দেখে 'ফ্রাংকেসটাইন' শব্দটি কেন যে মনে পড়ে! খুবই কম সংখ্যক হলেও মেধা-চর্চা করে কিছু কর্মী—পড়াশোনা নিয়মিত করে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালায়। বিনয়ী, ভদ্র, নিষ্ঠাবান—এঁরা দলের সম্পদ, ভাল সংস্কৃতির চর্চা করে। নেতৃত্বের স্তরেও কয়েকজন নেতার দুর্নীতি, দাম্ভিক আচরণ, আয়েসী জীবনযাপন নিয়ে বিভিন্ন সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে। কয়েকজনের 'প্রমোশন' হয়নি এ সব কারণে। অধিকাংশের মত, এঁরা যদি এখনই না সতর্ক হয়—তবে, এঁদের দল থেকে বার করে দেওয়া হোক্। তারও অসুবিধা আছে—যোগ্য নেতৃত্ব তৈরী হয়নি। পার্টির দলীয় নেতৃত্ব এ সব স্বীকার করে না প্রকাশ্যে। তবু যাঁরা দলীয় গঠন, শৃঙ্খলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাঁরা সব বুঝতে পারেন। অনেক ভাল কর্মী, বয়স্ক কর্মী এ সব দেখে দল থেকে সরে গিয়েছেন, আবার কাউকে কাউকে কোণঠাসা করা হয়েছে। 'শিল্পায়ন' নিয়ে এখানে বিতর্ক হয়নি, যা হয়েছে কলকাতা, ২৪ পরগণা, বর্ধমানের মতো শিল্পাঞ্চল এবং আধা-ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসের সময় লড়াকু, অভিজ্ঞ কর্মীদের আঞ্চলিক সভায়। এ সবের মধ্যেও পঃ বঙ্গে ২ লাখ ১৩ হাজার পার্টিসদস্য ১৮ হাজার ব্রাঞ্চ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। ৩৯০০ লোকাল কমিটির, ৬০০-র মত জোনাল কমিটির ১৮টি জেলা সম্মেলন চলছে। মার্চে কলকাতায় রাজ্য-সম্মেলন। পার্টির কেন্দ্রিয় নেতারা বলছেন, '৬৪ সালের কর্মসূচী '৯৪ তে পাল্টানো দরকার। সি পি এমের সংগঠনের বাঁধুনী ভালই আছে—অন্ততঃ অন্য দলের চেয়ে। প্রতিবেদকের মতো যাঁরা পার্টির কাজকর্ম লক্ষ্য করে, তারা জানে। তাই, বাইরের লোক জানেন না, পার্টির মধ্যে এখন মতাদর্শগত সংগ্রাম কত তীব্র। তবুও বলি, মাও-সে-তুঙের কথা, মানুষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেড়ে অক্সিজেন নেয়। কমিউনিষ্ট পারটিও তেমনি ভুল চিন্তাধারা ছেড়ে সঠিক রাস্তা নেবে। এ কাজ করতে গেলে পারটির মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ হবেই। এই মতবিরোধ সুস্থতার লক্ষণ। যে পারটির মধ্যে মতবিরোধ নেই, বুঝতে হবে সে পারটি মৃত। সে পারটিতে গণতন্ত্র নেই। যা রাজ্য সম্পাদক শৈলেন দাশগুপ্ত বলেছেন।

( ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## স্কুল নির্বাচনে সি পি এমের জয়

জঙ্গিপুর : ১৫ জানুয়ারী জঙ্গিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির নির্বাচনে সি পি এমের সমর্থিত প্রতিনিধিরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। কংগ্রেস এবং বি জে পি সমর্থিত প্রার্থীরা খুব কম ভোট পান। গত বছরের পরিচালন কমিটির সম্পাদক অসীম সমাদ্দার সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে পুন-র্নির্বাচিত হয়েছেন। সি পি এমের দিলীপ চক্রবর্তী এবং শ্যামাশংকর দাস নির্বাচিত হয়েছেন। একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি সি পি এমের শ্রীমতী সুমিত্রা সরকার বিনা প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

## মুর্শিদাবাদ অন্য জেলার চেয়ে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সম্পত্তি, সম্মানরক্ষার। এর দায়িত্ব পুলিশের। আমি আশা করব, পুলিশ জনসাধারণের আশা পূরণ করবে। পুলিশ সমস্ত কাজ করতে পারে না, আইনগত বাধার জন্য। পুলিশকে গণমুখী করার জন্য কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। কমিশন হয়েছে মাত্র—কিন্তু কাজ হয়নি। দেশ এগিয়ে চলেছে, কিন্তু আমরা মান্ধাতা আমলে পড়ে আছি। দুঃখের কথা, পুলিশের কাছে জনসাধারণের যা পাওয়ার কথা, তা পান না। পুলিশ যদি কাজ করে, চেষ্টা থাকে, তবে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হবেনই। পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠলে আইন-শৃঙ্খলার কাজ এগিয়ে যাবে।' জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, 'পুলিসের মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। ভাগীরথী নদী এই থানাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। ঐ পারে অপরাধের ঘটনা ঘটলে পুলিশ তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারে না। জনসংখ্যার নিরিখে জঙ্গিপুর পাড়ে নতুন থানা হওয়া দরকার।' মহকুমা পুলিশ অফিসার দিলীপকুমার আদক বলেন, 'মাত্র সাড়ে ছ' মাস আগে শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে নতুন বিল্ডিং করার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় এবং '৯৪ এর ৬ জুলাই ভবন তৈরীর সূচনা হয়। পুরোনো ভবনটি কাজের অনুপযুক্ত ছিল। জনসাধারণের সহায়তায় নতুন ভবনে পুলিশ ভালভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ আমরা সার্বিক প্রচেষ্টায় সমাধান করব। থানায় অভাব-অভিযোগ নিয়ে যাঁরা আসবেন, সহানুভূতির সঙ্গে আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করবো। ব্যবসায়িক কমিটির পক্ষে দিলীপকুমার সিংহ আইনজীবী হিসেবে তাঁর দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা আই জি কে শোনান। তিনি বলেন, মফঃস্বলের আইনজীবীরা কলকাতায় গিয়ে পুলিশ কেসের ব্যাপারে অবহেলিত হন। যেখানে, কলকাতা এবং পাশের জেলাগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবার কারণে লাভবান হয়। উল্লেখ্য, ডি জি দিলীপবাবুর অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি এ্যাডিশনাল এস পি রণবীর কুমার সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক জেলার পুলিশ সুপার গৌরব দত্ত বিশেষ কাজে বাইরে থাকায় আসতে পারেননি। থানার ও সি প্রবীর রায়ের নেতৃত্বে শৃঙ্খলার সঙ্গে সুন্দর অনুষ্ঠানটি সকলের সহযোগিতায় শেষ হয়। ঐ দিন সন্ধ্যেয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

## কিশোরবাহিনীর জেলা খো-খো প্রতিযোগিতা

মির্জাপুর : গত ৮ জানুয়ারী নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের গৌর স্মৃতি ময়দানে ক্লাবের পরিচালনায় দিন-রাত্রিব্যাপী খো খো প্রতি-যোগিতার উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুরের পৌরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী আনিসুর রহমান ও প্রাক্তন সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী ও ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল। ২৩টি যোগদানকারী দলের মধ্যে কিশোর বিভাগে কাশিমবাজার পরেশনাথ স্মৃতি মন্দির বিজয়ী এবং নবভারত কিশোরবাহিনী বিজিতের সম্মান লাভ করেন। কিশোরী বিভাগের কৃষ্ণমাটি কিশোরবাহিনী ও কর্ণসুবর্ণ কিশোরবাহিনী বিজয়ী ও বিজিত হন। দলগত ও ব্যক্তিগত পুরস্কারগুলি দান করেন দেব ভট্টাচার্য, প্রণব দাস ও মনোজ সাহা তাঁদের প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। কিশোর বিভাগে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন নবভারত কিশোরবাহিনীর মনোজিৎ ঘোষ ও কিশোরী বিভাগে কৃষ্ণমাটি কিশোরবাহিনীর শ্যামলী সাহা। এঁদের পুরস্কার দেন ইউনিটট্রাষ্টের পক্ষে রঘুনাথগঞ্জের ধ্রুব মুখার্জী। সকলকে অভিনন্দিত করেন—জেলার মুখ্য সংগঠক তরুণ মুখার্জী, রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র গোঁচি ও নবভারত ক্লাবের সম্পাদক করুণাময় দাস।

## লায়ন্স ক্লাবের চক্ষু অপারেশন শিবির

জঙ্গিপুর : গত ১৬ জানুয়ারী স্থানীয় টাউন ক্লাব হলে বিনা ব্যয়ে একটি চক্ষু অপারেশন শিবির খোলেন স্থানীয় লায়ন্স ক্লাব। সেখানে ১১৪ জনের ছানি অপারেশন করেন চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ আবদুস সামাদ। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে লায়ন্স ক্লাব আর একটি শিবির করবেন বলে ঠিক হয়েছে।

## সাধারণ সভা ও সম্মেলন

মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মেলন আগামী ৫ মার্চ '৯৫ (রবিবার) অনুষ্ঠিত হবে। স্থান—বহরমপুর 'হোটেল ময়ুর' ( রাণীবাগান )। সকাল ৮টায় জেলা সাংবাদিক সংঘের সকল সদস্যকে অতি অবশ্যই উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। —প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘ।

## পুলিশ সুপারের অফিসে হোমগার্ডদের অবস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৪ জানুয়ারী পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে হোমগার্ড এ্যাসো-শিয়েসনের ডাকে এক অবস্থান কর্মসূচী পালিত হয়। প্রায় ১৩০০ হোমগার্ড মিছিল করে শহর ঘুরে এসে অবস্থানে যোগ দেন। বিভিন্ন দাবী নিয়ে এস পির সঙ্গে আলোচনা হলে এস পি তাঁদের দাবীগুলির ব্যাপারে আশ্বাস দেন।

**অধ্যক্ষহীন জঙ্গিপুর কলেজ** (১ম পৃঃ পর)

ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর টেষ্ট পরীক্ষা চললেও একদিনের জন্য তাঁর দেখা কেউ পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন এমন ভেঙ্গে পড়েছে যে কোনদিনই নিয়মিত ক্লাস হয় না। অধিকাংশ অধ্যাপকই থাকেন অনুপস্থিত। এ যেন 'বামুন গেল ঘর / লাঙ্গল তুলে ধর' অবস্থা। অধ্যক্ষ অনুপস্থিত, অতএব অধ্যাপকেরাও অনুপস্থিত। আরও কাণ্ড করছেন স্বপনবাবু। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই চলছে কলেজ পাঠাগার ভাঙাভাঙি ও সংস্কার। জলের পাম্প, ট্যাঙ্ক তিনটি টিউবওয়েল বসানো হলো ৭০ হাজার টাকা খরচে। তিনি থাকলেই বা কি না থাকলেই বা কি, ক্লাস চলুক না চলুক, অন্য কাজ হোক বা না হোক এসব পয়সা খরচের কাজ সমানেই চলছে। জানা যায় তিনি নাকি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদে লিখিত ইস্তফা দিয়েছেন। তাই তাঁর কোন দায়িত্ব তিনি স্বীকার করতে রাজি নন্। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। অনেচ্ছুক ব্যক্তি দিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা করলে এ রকমই হয় বলে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীরা মনে করছেন। তাঁদের অভিমত এই অবস্থা দূর করে স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োজিত না করা গেলে এ দুরবস্থা বাড়বে বই কমবে না।

## মধু বাগই জেলা সম্পাদক থাকছেন

( ২য় পৃষ্ঠার পর )

মুর্শিদাবাদ জেলার সম্মেলনে রদবদল বিশেষ কিছু হবে না বলে খবর। শেষ খবর, পারটির বিচক্ষণ নেতা মধু বাগই জেলা সম্পাদক থাকছেন। ডোমকলের জনসভার ঘটনার পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতো তাঁর 'জেড' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা থাকছে। সম্মেলন স্থলেও ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

### বাস থেকে ধৃত আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুষ্কৃতির জবানবন্দীতে চক্র ধরা পড়লো

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ২২ অক্টোবর সুতি থানার সাজুর মোড়ে যাত্রীবাহী বাসে জনৈক সিদ্দিক সেখকে তল্লাসী করে তার কাছ থেকে তিনটি পিস্তল, দুটি মাস্কেট, বিরানব্বই রাউণ্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। দুষ্কৃতির জবানবন্দী মত পুলিশ পরদিন রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটের কাওয়া-পাড়া এলাকার কুখ্যাত শুকু সেখের বাড়ীতে তল্লাসী চালায়। কিন্তু শুকুর ছেলে হুমায়ুনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় না। পরে পুলিশ হুমায়ুন ও শুকু উভয়কেই গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে দুটি পাইপগান ও কিছু গুলি উদ্ধার হয়। হুমায়ুনের জবানবন্দী মত পুলিশ কুলটীর একজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে বিহারের নালন্দা থেকেও আর একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের কাছ থেকে বেশকিছু বে-আইনী অস্ত্র ও বোমী তৈরীর মালমশলা পুলিশ উদ্ধার করে। হুমায়ুনের স্বীকৃতি থেকে জানা যায় জেলার বহু বাস ডাকাতির ঘটনায় তারা এই সব অস্ত্র ব্যবহার করেছে।

### জলবিদ্যুতের বাধা দূর হচ্ছে

ফরাক্কা ঃ এখানে জলবিদ্যুতের প্রাথমিক কাজ শুরু হলেও, পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র না পাওয়ায় বন্ধ রাখতে হয়। খবর গত ৪ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা মূলকেন্দ্র ও ফরাক্কা বাঁধ সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে গেলেন। প্রতিনিধিরা বলেন পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র তাঁদের রিপোর্টমন্ত্রকে জমা পড়লেই চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। ওটি পাওয়া গেলেই ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ জল-সম্পদ দপ্তরে জলবিদ্যুতের কাজ আবার শুরু করার আবেদন জানাতে পারবেন।

### শিল্প স্থাপনের জন্য আলোচনাচক্র

ফরাক্কা ঃ জেলা ক্ষুদ্র শিল্প কেন্দ্র, ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতি ও ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজের ব্যবস্থাপনায় গত ১৫ ডিসেম্বর স্থানীয় নুরুল হাসান কলেজে একটি আলোচনাচক্র বসে। এই চক্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা থেকে ক্ষুদ্র শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার সি আর দাস, ব্যারেজের জি এম আর এন সিন্‌হা, তাপ-বিদ্যুতের ডি জি এম বাল্মিকী প্রসাদ, স্থানীয় বিধায়ক, বি ডি ও, ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি প্রমুখ। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পক্ষে সব রকম সহায়তা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন ডি জি এম।


## বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২২৯

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।


### যুব কংগ্রেসের অভিযোগ

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বলেন, রঘুঃ ২ ব্লকের কয়েকজন সি পি এম নেতা চোরাচালান ঘাটের চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এঁরা মাসোহারা পান। শাসকদলের নির্দেশে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ এঁদের গ্রেপ্তার করছে না। কিন্তু সি পি এমের নির্দেশে নবকান্তপুরে নিরীহ কংগ্রেস কর্মীদের হুমকী দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। পুলিশ যদি অন্যায় কাজ বন্ধ না করে তবে হাজার হাজার যুব কংগ্রেস কর্মী রঘুনাথগঞ্জ থানা অবরোধ করে কাজ অচল করে দেবে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বপন সিংহরায়, তরিকুল ইসলাম, মহঃ ফারুক সেখ।

### ক্ষিপ্ত হনুমানের অত্যাচারে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

কিছু যুবক বন্দুক নিয়ে টহল দেন। একটি হনুমান তাঁদের হাতে মারাও পড়ে। কিন্তু পরে জানা যায় মৃতটি একটি নিরীহ হনুমান। প্রকৃতটি এখনও বহাল তবিয়তে একটির পর একটি অঘটন ঘটিয়ে চলেছে। রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়াবাসীরা এই বিপদ থেকে উদ্ধারের আবেদন জানিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত পত্র দিয়েছেন বলে জানা যায়। ১৭ জানুয়ারী সকালে পুলিশদল বন্দুক নিয়ে হনুমানটিকে ধাওয়া করে এবং কয়েকটি গুলিও ছোঁড়ে, কিন্তু তাকে মারা সম্ভব হয়নি। শেষ খবরে জানা যায় ঐ ক্ষেপা হনুর কামড়ে নাকি আরো কয়েকটি হনু ক্ষেপে শহরের চারিদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। হনু আতঙ্ক রুখতে পুর কর্তৃপক্ষেরও কোন তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না।

### জল সরবরাহে বাধা

(১ম পৃষ্ঠার পর )

লক্ষণ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তার ফলে এতদঞ্চলে পেটের ও চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে হলে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। এবং নিমতিতা, ফরাক্কা, অর্জুনপুর, ধুলিয়ানের মত পাম্পের জল যেখানে যেখানে সরবরাহ করা হয় সে সব জায়গায় জল শোধন ব্যবস্থা চালু করা বিশেষ প্রয়োজন বলে সকলে দাবী করেন।


### প্রিন্টিং মেসিন বিক্রয়

বড় মেসিন আনার জন্য ছোট মেসিনটি ( রয়াল কোয়ার্টার ) বিক্রি করা হবে। প্রয়োজনে আনুসঙ্গিক টাইপও দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন ঃ সেন প্রিন্টিং অফিস, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

## হক ফার্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ ( গাড়ীঘাট ) মুর্শিদাবাদ

( বৃহস্পতিবার বন্ধ )

*নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।*

১। জেনারেল সার্জেন।
২। স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।
৩। নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ।
৪। দাঁত ও মুখ রোগ বিশেষজ্ঞ।
৫। প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।
৬। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৭। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৮। চর্ম, যৌন ও কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ।

অর্থোপেডিক সার্জেন (সোম, বৃহ, শনি), ফিজিসিয়ান প্রতি সোমবার
বিঃ দ্রঃ—এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা পরে জানানো হবে।


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।